মোহনে বিসর্জ্জন।

(গীতিরঙ্গ)

(গাঁতিরা কোং যাত্রা-সম্প্রদায়ের অভিনয়ের জন্য)

৮৩ নং বলরাম দের ষ্ট্রীট—

শ্রীযুক্ত অহিভূষণ ভট্টাচার্য্য কবিভূষণ

কর্ত্তৃক প্রণীত।

শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা

১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন,

"কালিকা যন্ত্রে"

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১৩০৮ সাল।

IMPERIAL LIBRARY

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

মদন বাবু	...	...	বঙ্গদেশীয় জমিদার।
দেওয়ান	...	...	মদন বাবুর প্রধান কর্ম্মচারী।

শিব।

নন্দী।

দুর্গা।

সরস্বতী।

কার্ত্তিক।

গণেশ।

কলা-বৌ	...	...	গণেশের স্ত্রী।

অসুর।

সর্প।

খোকা বাবু	...	...	মদন বাবুর পুত্র।

বেদে, বেদেনী, বেদে-বালক, উড়ে মালি,

ঘোমটাওয়ালীগণ ইত্যাদি।

বোধনে বিসর্জ্জন।

প্রথম অঙ্ক।

(ডিহি হরিহরপুর—মদনবাবুর মফঃস্বলস্থ কাছারী-বাটী।)

মদনবাবু ও দেওয়ানজী।

দেওয়ান। হুজুর! মফঃস্বলের কাজকর্ম্ম যা দেখবার শোনবার প্রয়োজন ছিল, তা প্রায় শেষ হয়েছে। তবে মফঃস্বলের কথানি দরিখাস্ত, এ পর্য্যন্ত বাবুকে শোনান হয় নাই; সংক্ষেপে সেগুলো জানিয়ে রাখি।—ডিহি হরিহর-পুরের সামিল কখানি মৌজায়, প্রজাদের বড়ই জলকষ্ট উপস্থিত; সেজন্য সরকার হ'তে একটি জলাশয় খনন করিয়ে দেওয়া হয়, এই তাদের প্রার্থনা; এজন্য তারা কিছু কিছু কর বৃদ্ধি দিতেও প্রস্তুত আছে।

মদনবাবু। অয়; সে ত দেওয়াই লাগে। তুমি প্রজাগর ডাকা-ইয়া বইয়ে দাও, এইবার অইতে প্রত্যেক টাহায় আষ্ট আনা হিসাবে করবৃদ্ধি স্বীকার কইরে কবুলতি রেজিষ্টরী

BENGAL LIBRARY

কইরে দেয়, তার পর আগামীতে ঐ সকল গ্রামের জল-কষ্ট নিবারণের চেষ্টা করা যাইবে। ঐডা কিহের দরখাস্ত ?

দেওয়ান। হুজুর! উক্ত হরিহরপুর লাটের সামিল রঞ্জনপুর গ্রামের ৺ভবানীচরণ চক্রবর্ত্তীর আবীরা পত্নী বরদাসুন্দরী দেবী, বৃদ্ধা অনাথার স্বামীত্যাজ্য সামান্য ব্রহ্মোত্তর জমীর উপস্বত্ব হতে জীবিকানির্ব্বাহ হতো; কিন্তু গত বৎসর পরতাল জরিপের সময় উক্ত ব্রহ্মোত্তর ভূমি মালভুক্ত হওয়ায়, ব্রাহ্মণপত্নীকে ভিক্ষাদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ কর্ত্তে হচ্ছে; সেই জন্য হুজুরের কাছে দরখাস্ত দ্বারা প্রার্থনা করে যে, অনাথা ব্রাহ্মণপত্নীর জীবিকার যোত্র সামান্য সম্পত্তি অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রত্যর্পণ করিতে অনুমতি হয়।

মদনবাবু। অয়, ফাকি দিয়া চাপাইয়া কাইবার চেষ্টা সকলেই কইরে থাকে। বৃত্ত্যাদিকারীরে কর দিবার চায় না। আমরা যে এত চতুর, তবু এদ্যাশের—এই দহিণে বন্দর-লোকের বাটেই লাগি না; মাগের বুমী বেম্মত্তর বুলে কাইবার লাগিয়াছিল—দরা পইড়্যে মালবুক্ত অইচে, ছাড়ান দিবার কও ক্যা ? বেম্মত্তর অয়, দলিল দেহাই-বার কও, নয় ও কথা ছাড়ান দাও।

দেওয়ান। হুজুর! যদিও কোন দলিল দস্তাবেজ না থাকে, কিন্তু বহুকালের ভোগ দখলি সম্পত্তিতে বঞ্চিত কর্‌লে অনাথা ব্রাহ্মণকন্যা অনাহারে মারা যাবে।

মদনবাবু। মারা যাইবে কিসের লাগিয়ে? বাজারে যাইয়ে গরবাড়া লইবার কও, বুগ্যাদিকানীরে ফাঁকি দিয়া ডাহাতি কইর্‌্যা কাওয়া অইতে বেশ্যাবৃত্তি করা ভাল। মারা অইতে পারে না, সে কথা ছাড়ান দাও; তার পর কি কও।

দেওয়ানজী। আর এক কথা; দেশের প্রজারা বড়ই আব্‌দার করে ধরেছে, এবার বাবুর বাড়ীতে নাচ-গানের ধুমধাম হয়, তারাও জমীদারের বাড়ী আমোদ-প্রমোদ করে; এতে মাথট স্বরূপে তারা কিছু কিছু দিতেও প্রস্তুত আছে।

মদনবাবু। আমার পৈতৃক পূজার যেরূপ বরাদ্দ আছে, তার অতিরিক্ত সরকার অইতে অইতেই পারে না; তবে প্রজারা দেয় ক্ষতি নাই; গত বর্ষের পূজার পর্দ্দটা বাহির কর দেহি।

দেওয়ান। আজ্ঞে, সে আমার কাছেই আছে। (ফর্দ্দ বাহির ও পাঠ) সিদ্ধি—এক পয়সা, ধূপধুনাদিগর—দেড় পয়সা, পূজার উপকরণাদি—এক আনা, আতপ চাউল—তিন দিনের পাঁচপোয়া হিসাবে—পনের পোয়া, ময়দা, ঘৃত, চিনি ইত্যাদি আর হোমের ঘৃত—একটাকা; পূজার বস্ত্র, পুরোহিত দক্ষিণা, বাদ্যকর, ব্রাহ্মণের বৃত্তি ইত্যাদি সর্ব্ব-সমেত খরচ ১৷৹ পাঁচ সিকা; এই গেল পূজার পক্ষে। তার পর খেম্‌টাওয়ালীদের তিন রাত্রির দক্ষিণা আড়াই শত টাকা, পুরস্কার খোরাকীদিগর এক শত টাকা। তার

পর বন্ধুবান্ধবদের আমোদ-প্রমোদের জন্য আতর, গোলাপ ও পানীয় দ্রব্যাদি সর্ব্ব সাকুল্যে ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা; এই ত গেল গত সনের খরচ। এবার খেমটা নাচটা বাদ দিলে হয় না?

মদনবাবু। না, তা অইতে পারে না, ওটা আমার সক কইরে রাহা, উহাগর কর্‌চটা ঠিক রাহা চাই। বরং পূজার করচ অইতে কিছু কিছু কমাইতে পার। আতপ, গৃত, ময়দার বাগটা কিছু বেশী বেশী পড়্‌চে। পাঁচ পোয়া ময়দা, তিন দিনেব বৈকালী—ইয়াতেই যতেষ্ট অইতে পারে। আর এবারে প্রতিমাটা একবারেই অইবে না, গটস্তাপনা কইরে সারা চাই।

দেওয়ান। তবে এবার একটা থিয়েটাব নিয়ে চলুন।

বাবু। অয়, সে ভালই কইচ। তাগর সাথে মাইয়ে মানুষ দেহা যায়। মাইয়ে মানুষের নিবৃত্যগীত আমার বড়ই মন্থর লাগে; তবে উয়াগর ব্যবহার বড়ই মন্দ। বেশ্যা গুলারে মা বুলে কয়; এহনি যারে মা বুলে কইল, আবার তিয়েটার বঙ্গ কইবে তারই মুহে চুমা কাইবার লাগল; ইহা আমার চহে দ্যাহা। যদি উদ্দা মাইয়ে মানুষে তিয়েটার কর্‌বার পারে, তা হৈলে বড়ই বাল দ্যাহায়। উয়াগর নিবৃত্যগীত বড়ই মন্থর! বড়ই মন্থর! আর ঐ চহের মধ্যে কেমন ব্যঙ্গি দ্যাহার, উডা আমাগর চহে বড়ই বাল ট্যাহে! যদি মাইয়ে তিয়েটার পাও বালই; নয় একটা বাল যাত্রার দল, আর

ছুইডা কেমটা-আলি বায়না করে রাহ। আমি এখন আসি।

[প্রস্থান।

দেওয়ান। বেটা কি চামার গো! পুজার খরচ মোট ২৫৲ পঁচিশ টাকা, একটী ভিক্ষুকের এক মুষ্টি অন্নের প্রত্যাশা নাই! এদিকে খেমটা আর মদের খরচ হাজার টাকার বেশী। যাক্ আমারই বা সে কথায় কাজ কি? চাকরি—দশ টাকা উপায় নিয়ে কথা; যাই এখন স্নান আহারের ব্যবস্থা করা যাকগে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

কৈলাসধাম।

(নন্দীর হস্ত ধরিয়া শিবের প্রবেশ)

শিব। একটু আস্তে বাবা! অত টানিস্‌নে। সাত, আট্‌টা উপোষের পর কা'ল কেবল সাগু পথ্য করেছি; গায়ে কি আর শক্তি আছে?

নন্দী। আমিত বল্লেম, উঠে কাজ নাই। দুর্ব্বল শরীর, কোথা ঘুরে পড়্‌বেন। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা জ্বরে গায়ে যে বিষম বেদনা হয়, তা আববছর বিলক্ষণ টের পেয়েছি। আপনার গায়ের বেদনা সারে নাই, তার উপর দুর্ব্বল, এখন উঠে হেঁটে বেড়ালে, একটু পরিশ্রম হলে, আবার পড়্‌বেন।

শিব। সাধ করে কি উঠ্‌তে হয় হে বাপু? আজ বাদে কাল বোধন। যত দিন নিকট হচ্ছে, ততই মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ছে; এই রোগে থেকে উঠ্‌লাম, এখন দিন কতক একটু সেবা-শুশ্রূষা না কর্‌লে, সময়ে দুট পথ্যাপথ্যের ব্যবস্থা না হলে, আর কি সেরে উঠ্‌তে পার্‌বো? তা আমিও রোগে থেকে উঠ্‌লাম, পূজার দিনও ঘুনিয়ে এল; সময়ে দুট খাওয়ার অভাবে মারা যেতে হবে।

নন্দী। এবার পূজায় মাকে যেতে নিষেধ করুন; আপনার শরীরের ত এই অবস্থা; আপনাকে এমনধারা রেখে যাওয়াটা কি তাঁর ভাল দেখায়!

শিব। অ্যাঁ কি বল্‌ছিস্ শুন্‌তে পাচ্চি না; দু দিনের জ্বরে, বেটা এসে কি একটা সাদা গুঁড়ো খাইয়ে দিয়ে গেল, সেই হতে কাণ ভোঁ ভোঁ কর্‌ছে, কেমন যেন তালা লাগা মত হ'য়েছে, আর ছোট কথা শুন্‌তে পাইনে।

নন্দী। কেন আমি ত তখনই বলেছিলাম! যে, হাতুড়ের ওষুদ খেয়ে কাজ নাই।

শিব। আরে, কে যে হাতুড়ে—কে যে ভাল, তা কি চেন্‌বার যো আছে। সকলেরই ধড়া চুড়া পরা, গলায় শেকল, হাতে একটা চোঙ্গা, তার ভেতরে স্ফটিকের মত সাদা। আর একটা বাঁশীর মত। এসেই একবার টিপ্ টিপ্ করে ঢাকের মত বাজালে, একটা নল বুকে দিলে, একটা বগলে দিলে, জিব দেখ্‌লে, চোক দেখলে, দেখে ঐ গুঁড়ো গুলো খাইয়ে গেল। সেই হতে কাণে শুন্‌তে পাচ্ছিনে; আবার দাঁতের গোড়া গুলো শিড়্-শিড়্ কর্‌ছে। ভয় হচ্চে, বুড় বয়েসে আবার মুখ আস্‌বে নাকি?

নন্দী। তা হলেই সর্ব্বনাশ হয়েছে! হয় ত কেলোম্যাল খাইয়েছে।

শিব। অ্যাঁ, কি খাইয়েছে?

নন্দী। আজ্ঞে, কেলামেল! কেলামেল! তাতে মুখ আসে, দাঁতের গোড়া প'চে প'চে মাংস খ'সে পড়ে।

শিব। (উচ্চস্বরে) সে কি রে! প'চে যাবে! দাঁত পড়ে যা'বে অ্যাঁ—!! আমার যে ভয় হ'চ্চে!

নন্দী। তার জন্যেই ত বলচি মাকে মর্ত্ত্যে যেতে নিষেধ করুন।

শিব। নিষেধ করলে কি শুনবে? আর সে "সায়াহ্নে বোধনং কুর্য্যাৎ" নাই। বোধন-বিভ্রাট দেখে এখন আপনা হ'তেই যাওয়ার যোগাড় হ'চ্চে। মেয়ে দুটীকে শ্বশুরবাড়ী হ'তে আনালেম, দুদিন সেবা-শুশ্রূষা করবে, তা না হয়ে তারাও মর্ত্ত্যে যেতে ব্যস্ত হয়েছে। কি সব নূতন পোষাক পরেছে, জুতো পরতে শিখেছে, তারাও যেন কেমন হয়ে উঠেছে। আমার কি আর সে সংসার আছে? হাত চেয়ে আম ডাগর হ'য়েছে। এবার আবার সেই মদন ঘোষ ব্যাটা পূজা করবে। একেত সে ব্যাটার বাড়ী কেউ যেতে চায় না; গত-বারে সবাইকে জিজ্ঞাসা করলাম, পার্ব্বতীত যেতে নারাজ; লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ, কেউ গেল না, শেষে নিজেই ষাঁড়টিকে নিয়ে ঠুকুষ ঠুকুষ করে গেলাম, এবার নিজের শরীরও ভাল নয়; কাকে যে পাঠাব, সেই এক ভাবনা; ঝঞ্ঝাট কি কম? ভাল, আগে তারই একটা ব্যবস্থা করা যাক্; তারপর আমার ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। এখন গিন্নিকে একবার ডাক দেখি।

নন্দী। ঐ যে মা আস্‌চেন। ও বাবা! মায়ের আবার ও কি রকম বেশ? সে রাংতা কই! সাড়ি আল্‌তা কই? ডাকের মুকুট কই? বকের পালক মাথায় কেন?

শিব। পার্ব্বতি! এ কি বেশে সেজেছ? তোমার সেই দশ-ভুজা, রত্নালঙ্কার-শোভিতা, পট্টবস্ত্র পরিহীতা বেশভূষা হতে কি এ বেশ ভাল হয়েছে? (কাতরস্বরে) ও নন্দি! দাঁতের গোড়া যে কন্‌কন্ কর্‌চে রে— পার্ব্বতি! ও বেশ ত্যাগ কর।

দুর্গা। দেখ, তুমি কিছুই বোঝ না। কৈলাসে থাক, ভাঙ্গ ধুতরা গাজা নিয়েই তোমার কারবার; সংসারের গতি বোঝ না, লোকের চাল-চলন বোঝনা, সাধারণের রুচি কখন কি রকম থাকে বোঝনা, বোঝ কেবল সিদ্ধি আর গাঁজা। আমরা যা করি, বুঝে করি; তোমার সে কথায় কথা কওয়া উচিত নয়। আগে দেখ, শোন, শেখ, তার পর কথা কইও।

শিব। আমি কালামানুষ, শুনতে পে'লাম না; আর শুনেই বা কি করব? ও নন্দি! দাঁতগুলো যে কন্‌কন্ করে গেল। পার্ব্বতি! তুমি আর এবার মর্ত্ত্যে যেও না। আমার শরীর ভাল নয়, হয় ত বাঁচব না; গেলে আর দেখা হবে না।

দুর্গা। আঃ কেন বিরক্ত কর? কি হয়েছে, তা বাঁচবে না? তিনটে দিনের জন্য যাব, এও কি আর সইবে না? মরতে হয় ম'রো; আমার একটু অবসরমত ম'রো।

আজকাল আমার সময় খুব কম। এতই কাজ পড়েছে যে, এখন যদি তুমি মর, তা হলে কাঁদ্‌বার অবসর পাব না—মূর্চ্ছা যেতে সময় পাব না—হা নাথ! হা প্রাণেশ্বর ব'লে কোমলভাষায় কাঁদ্‌বার জন্য দুট কথা রচনা করে নেবার সময়টুকু পর্য্যন্ত পাব না; সুতরাং রোদনে ব্যাকরণদোষ ঘট্‌বে, আর চারিদিক হতে সমালোচকের দল খেপে উঠবে। সেইজন্যই বল্‌ছি; দুদিন সবুর কর, আমি একটু সময় পাই, মর্ত্ত্যের কাজকর্ম্ম গুলো সেরে আসি, তার পর আমার অবসরমত ম'রো। আর আমার মর্ত্ত্যে হতে আসবার পূর্ব্বেই যদি তেমন তেমন হয়, দুদিন অপেক্ষা কর্‌তে না পার, তবে অবশ্য নিষেধ করি না, মর্‌তে পার; কিন্তু আমার বাপের বাড়ীর দরুন গহনার বাক্সর চাবিটা তোমার কাছে আছে, খুলে নন্দীর কাছে রেখে যেও। আমি এসে কাঁদবার চেষ্টা কর্‌ব; সময় পাই ত মূর্চ্ছা যেতেও পারি; কিন্তু দেখ, যেন চাবিটা দিয়ে যেতে ভুল না হয়। নয় ত এখনই আমায় দাও, আর যদি একটু কষ্ট স্বীকার করে আমার সঙ্গে মর্ত্ত্যে যেতে পার, তা হলে কল্‌কাতায় রেখে চিকিৎসা করাতেও পারি; সেখানে বড় বড় ডাক্তার বৈদ্যের অভাব নাই। মর্ত্ত্যের ধন্বন্তরী গঙ্গাপ্রসাদের যদিও গঙ্গালাভ হয়েছে, তথাপি তাঁর কৃতবিদ্য ছাত্র, পুত্র ভ্রাতা, ভ্রাতৃ-পুত্র আর সেই ফৌজদারী বালাখানার নামজাদা কবি-রাজ—এমন অনেক ভাল ভাল বৈদ্য রয়েছে। ডাক্তারী

মতে চিকিৎসা করাতে চাও, তাও হতে পারবে। ডাক্তার মুখার্জ্জি, ডাক্তার বোস, আরও বড় বড় উপাধি-ওয়ালা ডাক্তার রয়েছে। সাহেব ডাক্তার চাও, তাও দিতে পারি। তাদিকে আমি একটু বিশেষ করে বলে দিলে, অবশ্য তাদের কাছে তোমাকে স্বামী ব'লে পরিচয় দিতে লজ্জিতা হ'তে হ'ত; কিন্তু মর্ত্তো এ কথা অপ্রকাশ নাই, সুতরাং আমি অনুরোধ কল্লে তাঁরা বিশেষ যত্নের সহিত চিকিৎসা কর্‌বেন। তবে (Allopathic) এলোপ্যাথিক ব্যতীত (Homœopathic) হোমিওপ্যাথিক তোমার ধাতে কাজ কর্‌বে না। তাতে কোনরূপ তীব্রগন্ধ সয় না; তুমিও গাঁজা না খেলে বাঁচবে না, কাজেই এলোপ্যাথিকমতে—আর যদি নিতান্তই আমার সঙ্গে যেতে না পার, তবে থাক্; আমি কল্‌কাতায় পৌঁছেই তোমার পিলে, যকৃৎ, কাশী, জীর্ণজ্বর সেরে যায় এমন একটা প্যাটেন্ট ওষুদ শীঘ্রই পাঠিয়ে দেব। ডিঃ গুপ্তর (Antiperiodic) মিক্‌শ্চার খুব ভাল, সুধা সিন্ধুও মন্দ নয়, ডাক্তার এস্, চক্রবর্ত্তীর শ্রীধরামৃত সার জ্বর, পিলে ও যকৃতের পক্ষে ত এক রকম ব্রহ্মাস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে; এ সওয়ায় "বিজয়া বটিকা" যদিও ব্যবহার করি নাই, কিন্তু সাপ্তাহিক পত্রে, মাসিকপত্রে, ক্রোড়পত্রে, পাঁজির পিঠে, পুস্তকের মলাটে, রাস্তার মোড়ে প্লাকার্ডে, সাইন-বোর্ডে বিজয়া বটিকার বিজ্ঞাপন, প্রশংসাপত্র যেখানে সেখানে দেখ্‌তে পাওয়া যায়;

সুতরাং দেখ্‌তে দেখ্‌তে নামও বেশ প্রচার হয়ে উঠেছে, সুবিধা বুঝ্‌লে তাও পাঠাতে পারি। ফলকথা, তোমাকে আগ্‌লে বসে থাক্‌তে পার্‌ব না; আমাকে যেতেই হবে।

শিব। তা ত জানি, না গিয়ে থাক্‌তে পার্‌বে না; আমার নিষেধ করাই মূর্খতা। ভাল, এবারে কোথায় যাবে বল দেখি? সেই মদন ঘোষ যে এবারও পূজা কর্‌ছে, সেখানে কে যাবে?

ভগবতী। তুমি যাও। তার বাড়ী চচ্চড়ি হতে কে যাবে? তোমার শরীর ভাল নয় বল্‌চ; অন্যত্রে গেলে পাঁচ রকম নৈবেদ্য, উপকরণ, ভোগরাগ খেয়ে কুপথ্য হবে, তাতে ব্যারাম বেড়ে উঠ্‌তে পারে; মদনবাবুর বাড়ীতে গেলে কোন রকম কুপথ্য হবার ভয় নেই; তার বেশ পূজা! কদিন উপোষ করে বাঁচবে, শরীরও সেরে যাবে! আমাকে ত গোকুল দাঁ'র বাড়ী যেতেই হবে; গতবারে এক বেটার বাড়ীতে গিয়েছিলেম, বেটা ডাকের গহনা পরাতে, গা ময় গন্ধবিরজা লেপে গন্ধে মেরে ফেলেছিল। দাঁয়ের বাড়ীতে বিলাত থেকে গহনা আসে, কেমন নূতন নূতন ফ্যাসন! কেমন প্যাটার্ণ! আমি সেইখানেই যাব।

শিব। ও নন্দি! শুন্‌ছিস্ ত? পার্ব্বতী যে মদন ঘোষ বেটার বাড়ী যেতে চায় না। একবার লক্ষ্মীকে ডাক দেখি! মেয়ে ছুট শ্বশুরবাড়ী হ'তে এসে পর্য্যন্ত একটীবারও আমার কাছে আসে না। কি কর্‌ছে—ডাক্ দেখি!

নন্দী। আজ্ঞে, তিনি উলের মোজা বুন্‌ছেন। একটু পরে আস্‌বেন।

দুর্গা। তাকে ডেকেই বা কি হবে? সে যাবে না।

শিব। তবে নয় একবার সরস্বতীকেই ডাক, সেই বা কি বলে শুনি?

নন্দী। আজ্ঞে, বল্‌ছেন ডাক্‌তে ডাকি! তা একে একে আর ডেকে কি কর্‌ব? একধারে সকলকেই ডেকে আনি।

[নন্দীর প্রস্থান।

দুর্গা। দেখ! তুমি বুড় হয়ে একবারে ব'য়ে গিয়েছ। ঐ চেটো মেয়ে, ওকে একলা যেখানে সেখানে পাঠালে জামাই কি মনে কর্‌বেন বল দেখি? আর তাকে বল্‌লে, সে ত এখ্‌নি যাবে। লাভে হতে দশটা কথা শুন্‌বে আর কি? সে তেমন মেয়ে নয়।

নন্দীর পুনঃপ্রবেশ।

নন্দী। ছোট দিদি বাবু আস্‌ছেন।

শিব। কার্ত্তিক কি কর্‌ছে?

নন্দী। তিনি এতক্ষণ আয়না ক্রস নিয়ে চুলের পা'ট কর্‌ছিলেন,

এখন আবার জুতায় মাখন মাখাতে বস্লেন। আমাকে বল্লেন—তুই যা, আমি চা খেয়ে যাচ্চি।

শিব। কি বল্লি! চা খাবে? চা কিরে।

নন্দী। সেই যে কিসের পাতা, পাচনের মত সিদ্ধ ক'রে খায়, না খেলে আবার বাবুর অসুখ হয়, হাই উঠে, গা মাটি মাটি করে, ও একটা বাবুরোগের উপসর্গ আর কি! ঐ ছোট দিদি বাবু এসেছেন।

(গাউন, ক্যাপ পরিহিতা সরস্বতীর প্রবেশ)

শিব। হ্যাগা সরস্বতি! এ আবার কি বেশ মা? তোমার সে নীল সাড়ি কৈ? সে বীণা কৈ? সে বেণী কৈ? মাথায় বকের পালক! টুপী! এ আবার কি সাজ মা?

সরস্বতী। (That is very beautiful dress) ছাট্ ইজ্ ভেরি বিউটীফুল ড্রেস।

শিব। এঁ্যা, কিসের ফুল? ফুল কৈ? ওত বকের পালক!

সরস্বতী। (Not flower!) নট্ ফ্লাওয়ার! (beautiful) বিউটীফুল, যাকে সুন্দর বলে! আমি সাড়ী পরা ছেড়ে দিয়েছি।

শিব। বেশ করেছ! এখন বল্ছিলেম কি,—এবার পূজার তিন্‌টে দিনের জন্য মদন ঘোষের বাড়ী যাবে কি?

সরস্বতী। (Dam!) ড্যাম মদন ঘোষ! আমি কল্‌কাতায় যাব, এবার নবদ্বীপেও যাব না; তারা বাঙ্গালায় কথা কয়, কপালে তিলক পরে, টিকি রাখে, আবার তামাকের

পাতার গুঁড়োগুলো নাকের মধ্যে দিয়ে এক রকম কিম্ভূত কিমাকার জীব সেজে বসে থাকে। (very disgusting) ভেরি ডিজ্‌গাষ্টিং, আমি চটে গিয়েছি, একবারে চটে গিয়েছি। বাঙ্গালায় কথা ক'বার সময় যদি তার মাঝে মাঝে দুই একটা ইংরেজির বুক্‌নি দেয়, তা হলেও যেন কতকটা ভাল লাগে, সকলে তাও জানে না। বাঙ্গালা—কেবল বাঙ্গালা—নিরেট বাঙ্গালা, ড্যাম! আমি সেখানে যাব না। কল্‌কাতায় আমার অনেক কাজ। এক জোড়া গাউন, মল্লিক কোম্পানি, পি, সি, পাল কি অন্য (Native) নেটিভদের দোকানে যদিও পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু বাঙ্গালির দোকানের জিনিষ (young Bengal) ইয়ং বেঙ্গলেরা (like) লাইক্ করে না, কাজেই চৌরঙ্গির (Europian Tailors) ইয়রোপিয়ান টেলার্স দিগের কাছে ফর্‌মাসমত মাপ দিয়ে তৈয়ার ক'রে নিতে হবে। বীণাটা ভেঙ্গে গিয়েছে, সেটা একবারে (thorough repair) থরো রিপেয়ার করান চাই। তার পর হারল্‌ড কোম্পানির বাড়ী হতে (Table Harmonium) টেবিল হারমনিয়ম্ একটা, ফ্লুট একটা, বড় বৌয়ের জন্যে পিয়ানো একটা না নিলেই নয়। এ সওয়ায় আর একটা বিশেষ মতলব আছে; বৈকুণ্ঠে একটা লেডি স্কুল (Establish) এষ্টাব্লিসের (Try) ট্রাই করতে হবে, তাতে যদিও আমার (Husband) হাজ্‌ব্যাণ্ডের (Opanion) অপি-

নিয়ম নেওয়া হয় নাই; কিন্তু তিনি তাতে প্রতিবাদ কর্‌তে পার্‌বেন না, বরং এতে যে বৈকুণ্ঠের উন্নতি হবে, তা আমি যখন তীব্র বক্তৃতা দ্বারা (Proof) প্রুফ কর্‌ব, তখন তাঁকে নিশ্চয়ই (Obliged) ওব্লাইজ্‌ড হতে হবে। মেয়েরা অশিক্ষিতা থাক্‌বে, পুরুষের অধীন হয়ে পিঁজ্‌রের পাখীর মত অন্দরে বাস কর্‌বে, তা আমি দেখ্‌তে পার্‌ব না। যতদিন মেয়েরা (Educated) এজুকেটেড হয়ে পুরুষদের স্ত্রীভক্তি শিক্ষা দিতে না জান্‌বে, পুরুষদের উপর গৃহকার্য্যের ভার দিয়ে (Free) ফ্রি হতে না পার্‌বে, ততদিন আমার স্বাস্থ্য নাই—চিন্তার বিরাম নাই—মনের স্থিরতা নাই। আমি এ বিষয়ের জন্য ঘোর আন্দোলন করেছি, কর্‌ছি, এবং কর্‌ব। আমার আন্তরিক যত্নে "বৈকুণ্ঠ-বিকাশ" নামে যে (Weekly paper) উইক্‌লি পেপার প্রতি সপ্তাহে বৈকুণ্ঠে আমার স্বনামখ্যাত "সরস্বতী প্রেস" হতে প্রকাশিত হচ্চে, তাতেও এ সম্বন্ধে যথেষ্ট লিখেছি, লিখ্‌ছি এবং লিখ্‌ব। আপনি পড়ে দেখ্‌বেন,—শিক্ষা পাবেন, জ্ঞান হবে। আপনি যেমন আমার (Mother) মাদারকে ভক্তি করেন, দাঁড়িয়ে বুকে লাথি মেলেও কথা কন্‌না (Step mother) ষ্টেপ্ মাদার গঙ্গাকে যেমন মাথায় করে রাখেন, আমার (Husband) হাজ্‌ব্যাণ্ড নারায়ণ যেমন আমাকে ভক্তি করেন, যতদিন জগৎশুদ্ধ লোক তেমিধারা পত্নীভক্তি না শিখ্‌বে, ততদিন এ বিষয়ের

ঘোরতর (Agitation) এজিটেশন করব। কলিকাতা-তেও ইণ্ডিয়ান মিরর, বেঙ্গলি ও অমৃতবাজার পত্রিকা, বঙ্গবাসী, সময়, হিতবাদী ইত্যাদি ইংরাজী, বাঙ্গালা সকল (Paper) পেপারেই এ বিষয়ের দীর্ঘ দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখ্‌তে হবে, কাজেই আমার কল্‌কাতা যাওয়া খুব দরকার। (Powder) পাউডার ফুরিয়েছে, (Puff) পফ্‌টা ময়লা হয়ে গিয়েছে, সে সব কিন্‌তে হবে, আমার কল্‌কাতা যাওয়া চাইই, তুমি বরং সে (Dam) ড্যাম্ মদন ঘোষের বাড়ী অন্যকে পাঠাবার ব্যবস্থা কর।

কার্ত্তিকের প্রবেশ ও একে একে সকলের সহিত সেকহ্যাণ্ড।

কার্ত্তিক। (শিবের করমর্দ্দন করিয়া) (Good morning) গুড মর্ণিং। (সেকেহ্যাণ্ডের আকর্ষণে শিবের ভূতলে পতন ও মুখ হইতে রক্তপাত)।

শিব। ও বাবা কার্ত্তিক! গেলাম বাবা! কাহিল শরীর, সাত দিনের প্লর কাল সাগু পথ্য করেছি, এম্‌নি ক'রে টানেরে বাবা! উঃ, হাত ভেঙ্গে গিয়েছে, ও নন্দি! দাঁতগুলও বুঝি ভেঙ্গে গিয়েছে। ওরে! মুখ দিয়ে রক্ত পড়্‌ছে যে!

কার্ত্তিক। কি অসভ্যতা! সেকেহ্যাণ্ড বোঝে না (nonsense) নন্‌সেন্স! তুমি অমনধারা পড়ে গেলে কেন? প্রণাম

নমস্কার সম্পূর্ণ অরুচিজনক (Shakehand) সেকহ্যাণ্ড আধুনিক সভ্যতার পরিচায়ক।

শিব। আঃ তোর সের হন্দরেব মাথা খেয়েছে! বেটা হ্যাচকা-টানে মুখ থুবড়ে ফেলে দাঁতগুলো ভেঙ্গে রক্ত-গঙ্গা ক'রে দিয়ে বল্লে কি না—সের হন্দর করলাম, নারায়ণ! নারায়ণ! রোগে থেকে উঠ্‌লাম, কোথায় দুদিন সেবা-শুশ্রূষা কর্‌বে, তা না হয়ে যমে মানুষে টানাটানি! ওরে ও নন্দি! দাঁতের গোড়া যে খসে গেল রে।

কার্ত্তিক। আমারই অন্যায় হয়েছে, যে যার (Honour) অনার বোঝে না, তার কাছে এই রকমই হয়ে থাকে। যাক্ এখন ডেকেছ কেন বল দেখি?

শিব। আর আমার মাথা খেতে তোমাকে ডেকেছি। এবার পূজায় কোথায় যাবার ইচ্ছা করেছ বল দেখি? মদন ঘোষ যে পূজা কর্‌ছে, সেখানে কে যাবে?

কার্ত্তিক। সেখানে যাবে যম আর তুমি। সেখানে কে যাবে, তা আমি কি জানি! আমায় কল্‌কাতা যেতেই হবে, সোণাগাছি, রূপগাছি, মেছোবাজার, হরিবর্দ্ধনের গলি আরও দুই এক স্থানে না গেলেই নয়, এ সওয়ায় আমার ফর্দ্দমত জিনিষগুলি কেনা চাই।

শিব। বলি, সে গুলো পূজার পর কিন্‌লে হবে না কি? এখন পূজার বাজার, সব জিনিষই ত দুর্মূল্য; ভাল কি কি জিনিষ কিন্‌তে হবে, ফর্দ্দটাই একবার পড় দেখি।

কার্ত্তিক। কিনতে হবে অনেক, তোয়ালে এক ডজন, বর্ডারদার সিল্কের রুমাল এক ডজন, (Pure soap) পিওর সোপ এক বাক্স, (Florida water) ফ্লোরিডা, (Lavender) ল্যাভেণ্ডার, (Eaudecologne) অডিকোলন,(Pomatom) পমেটম, (Rose Ato) রোজ এ্যাটো, আতর, তার পর আয়না, (Brush) ব্রুস, (Birds Eye) বার্ডসাই, চুরুট, (White two ladies company) হোয়াইট টু লেডিস কোং বাড়ীর পম্প স্যুজ, চুরুট-পাইপ, জেঠা মহাশয়ের বাগানবাড়ীর মানস-সরোবরে মাছ ধর্‌বার জন্য দুই তিন দফা বলে পাঠিয়েছেন,—এক জোড়া টালার হুইল, টমসনের বাড়ীর কাঁটা,মুগো সুতো, আর কত বলব, আপনার ত এক পয়সা দিয়ে সাহায্য কর্‌বার ক্ষমতা নাই। ব্রাহ্মসভায় যাবার জন্য গত বৎসর এক খানা চসমা কিনেছিলাম, তারও দাম এ পর্য্যন্ত বাকী, ঠাকুর-দাদার বাড়ী হতে মাসহারার টাকা এলে তবে দিতে পার্‌ব।

শিব। তবে তুমিও যাচ্চনা ?

কার্ত্তিক। (Never) নেভার, আমি সে মদনা (nonsense) ননসেন্সের বাড়ী যাব না।

শিব। "নে ভাই" ও নন্দি ! বেটা বলে কিরে ! বাবাকে ভাই বলে যে, নে ভাই কিরে, ব্যাটা ক্ষেপলি নাকি ? ও নন্দি ! এ ব্যাটা ত যাবে না, গণেশকে ডাক দেখি ; কলা-বৌমাকেও ডাক, কি বলে শুনি।

নন্দী। আজ্ঞে, গণেশদাদাকে ডেকে আর কি কর্‌ব। তিনি

আজ কদিন ধরে কেমন মনমরা হয়ে আছেন, জিজ্ঞাসা করলে বলেন শুঁড়ের বেদনায় কষ্ট পাচ্চি।

শিব। কেন, তার আবার শুঁড়ে কি হলো?

নন্দী। তোমার ঐ গুণধর পুত্র ছোট বাবু আজ যেমন তোমার হাত ধরে সের হন্দর করে দাঁত ভেঙ্গে দিলেন, এম্‌নি ধারা একদিন গণেশ দাদারও শুঁড় ধরে শেক্‌ হ্যান্দর করে দিয়াছিলেন, সেই হ'তে শুঁড়ের বেদনায় এখনও ভুগ্‌ছেন।

কার্ত্তিক। দেখ্‌ নন্দে, তুই ড্যাম্‌।

নন্দী। আমি ড্যাম্‌? তা হলে তুমিও ড্যাড্যাম ড্যাম্‌। বেশী চালাকি ক'রনা।

শিব। নারায়ণ! বিবাদ ক'রনা, বিবাদ ক'রনা। কৈ গণেশ এলো না?

গণেশের প্রবেশ।

গণেশ। বাবা আমাকে ডেকেছেন কেন?

শিব। বলি তুমি এবার পূজার কদিন কোথা যাবে বল দেখি? কলকাতা যাবে, না, মদন ঘোষের বাড়ী যাবে?

গণেশ। আজ্ঞে না, আমি কলকাতা যাবনা।

নন্দী। না দাদা, তুমি সেখানে যেওনা। কর্ত্তা, ওঁকে কল্‌কাতা পাঠাবেন না, সে বড় হুজুগে জায়গা; জানি কি, যদি নূতন জানোয়ার বলে চিড়িয়াখানায়

IMPERIAL

পূরে রাখে; না দাদা! তুমি ও নাদা পেট নিয়ে সেখানে যেওনা।

গণেশ। না, আমি সেখানে যাব না, মদ্না বেটার বাড়ীও যাব না, ও বেটার বাড়ী গেলে আমার ইঁদুরটী খেতে না পেয়ে মারা যাবে। আর আমারও শরীর ভাল নয়।

নন্দী। ও কর্ত্তা! উনি এবার কোথাও যাবেন না; কলা-বৌয়েরও যাওয়া হবে না।

শিব। কেন রে, কলা-বৌমার যাওয়া হবে না কেন?

নন্দী। তিনি যে পোয়াতি! তাঁর থাঁর-বা'ল বেরিয়েচে; তার উপর আবার বিপদ, আপনার ষাঁড়ে সে থাঁড়-বা'লটী মুড়িয়ে খেয়ে দিয়েছে; একেই ত তার বেদনাতে অস্থির, তার উপর আবার ছোট বাবু সেদিন চিঠি আঁট্‌তে আটা না পেয়ে তার বেল ফাটিয়ে আটা বার ক'রে নিয়েছেন। উনি সব নষ্ট কর্‌বেন গো—সব-নষ্ট কর্‌বেন, বড় ভাজ, তাতে পোয়াতি, তাঁর বেল ফাটান কি ভাল হয়েছে?

কার্ত্তিক। দেখ্ নন্দে! ফের্ কথা কইবি ত চাব্‌কে লাল ক'রে দেব!

নন্দী। বল কি? তুমি চাবকে লাল কর্‌বে, আর আমি তোমাকে তুলে রাখ্‌ব নয়?

শিব। রাম! রাম! বিবাদ ক'রনা। ও নন্দি! কলা-বৌমা কি এল?

নন্দী। ঐ আপনার বৌমা আস্‌চেন।

কলা-বৌয়ের প্রবেশ ও একে একে সকলের সঙ্গে সেক্-হ্যাণ্ড।

শিব। বৌমা! এ আবার কে শিখালে? ক্ষমা কর মা! আমার সঙ্গে আর সেক্‌হন্দরে কাজ নাই। এক বাবাজীর সেক্‌হন্দরেই বেশ সেক্ পেয়েছি, দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছে, আর কেন ভোগাও মা!

সরস্বতী। দোষ কি? সভ্যতা! স্বভাব যত মার্জ্জিত হয়, ততই ভাল, আমি ওকে পিয়ানো বাজাতে শিখ্যেছি; হারমোনিয়ম শিখিয়েছি, দিব্য নাচ্‌তে পারে; খাসা গাইতে শিখেছে। বৌ! একটা গান করত, লজ্জা করে? এখনও অসভ্যতা যায়নি নাই কেমন? আচ্ছা তবে আমি গান করি তুই নাচ।

গীত।

কাম্ কাম্ কে যাবে কল্‌কাতা সহর্,
চল মাই ডিয়ার।
কর্‌বে ওয়াক্ গড়ের মাঠে,
লাগ্‌বে গায়ে পিওর এয়ার্॥
চড়বে বগি চেরেট ফেটীং,
টাউন্ হলে কর্‌বে মিটিং।
চেয়ার নিয়ে কর্‌বে সিটিং,
জুট্‌বে কত প্রাণের ইয়ার॥

কলাবৌ। ও ঠাকুরুন্! আমার বেল ছিঁড়ে গিয়েছে।

নন্দী। ওমা! তাইত, পোয়াতি মানুষ থাঁড়বা'ল বেরয়েছে, আজ বাদে কা'ল মোচা হবে, ছড়া ছড়া ছেলে হবে, বেল ছিঁড়ে গেলে কলায় দুধ খাবে কিসে? ছেলের কাঁদি যে কেঁদে মরবে।

শিব। বলি, হাঁ বৌমা! মদন ঘোষের বাড়ী যে কেউ যেতে চায় না, তুমি পোয়াতি মানুষ, বল্‌তে ত পারিনে, যেতে পারবে কি?

কলাবৌ। (ঘাড় নাড়িয়া অসম্মতি প্রকাশ)।

শিব। আহা! মা আমার কি লজ্জাশীলা। শ্বশুরের সাক্ষাতে নেচে মাৎ কর্‌তে পার্‌লেন, অপর কথা কবেন না। ওরে ও গণেশ! তোর্ ইঁদুরটাকেই নয় কটা দিনের জন্যে সেখানে পাঠিয়ে দে।

গণেশ। আজ্ঞে না, সে যাবে না। সে বলে জেলায় নাটুদের পালেদের বাড়ী যাবে, তাঁদের নাকি ভুষিমালেরও কারবার আছে, গোলা গোলা কলাই মটর মুগ মসুরীর ছড়াছড়ি, সে গোলার তলায় তলায় বেড়াবে, মুগ-মসুরীটেও খাবে, তার কি মদনা ফদনার বাড়ী গেলে পোষায়। না আমিই তাকে সে মহাপ্রেত মদনার বাড়ীতে পাঠিয়ে মেরে ফেলতে পারি।

শিব। সকলেইত নারাজ! কৈ আর কে আছে; ও নন্দি! ষাঁড়টা কি কর্‌ছে, তাকেই নয় ডাক, কি বলে শুনি।

নন্দী। আজ্ঞে, সে ষাঁড়ের ভরসা ছেড়ে দিন। সেটা আজ

কদিন ধরে উঠ্‌তে পারে নি, প'ড়ে প'ড়ে যাব থাচ্চে, আর ধ্যাড়াচ্চে।

শিব। কেন, সেটার আবার কি হলো?

নন্দী। ঝেকেছে, চা'র পায়েই এঁসে ঘা হয়েছে। একটা কেয়ারি করে দিয়েছিলেম, তাতেও সারে নি।

শিব। তবে কি হবে? সেইটাই যে আমার পুঁজি বে! বলি, আর কোন ওষুদ নাই কি?

নন্দী। আজ্ঞে, কা'ল একজন একটা টোট্‌কা বলে দিয়েছিল সাত জন মেয়ে-বেচা বামুনের নাম অশ্বথপাতায় লিখে, গলায় বেঁধে দিতে।

শিব। তবে তাই দে আমার গলায় বেঁধে।

নন্দী। আপনার নয় কর্ত্তা, ষাঁড়ের গলায়।

শিব। তবে তাই দিগে, নাম লিখেছিস? এ সব নাম কোথা পেলি?

নন্দী। আমি ও সব কসাইদের নাম কোথা পাব কর্ত্তা? একজন দালালকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তারা ঐ মাংস বেচার দালালি করে, পরিচয় দেয়—আমরা ঘটক।

শিব। যাক্ কি কি নাম পেয়েছিস বল্ দেখি?

নন্দী। আজ্ঞে, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বীবভূম অঞ্চল হতেই এর আমদানী, আমি তার মধ্যে সাতটা বেছে বেছে নিয়েছি। নামকটা শুন্‌বেন? গঙ্গানারায়ণ চাটুয্যে, হরিহর বাড়ুয্যে, রামধন মুকুয্যে, গোপাল গাঙ্গুলী, বাগেশ্বর ঘোষাল, নবকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীরাম হালদার—

শিব। যাক্ যাক্, আর ও সব পাপিষ্ঠদের নাম উচ্চারণে প্রয়োজন নাই; ওদের নাম শ্রবণেও পাপ, উচ্চারণেও পাপ।

নন্দী। বল্‌তে কি বাবা, নামগুলো লিখে যেই ষাঁড়ের গলায় বেঁধে দিয়েছি, অমনি পোকাগুলো বিল্ বিল্ ক'রে বেরিয়ে পালাতে পথ পায় না। হাঁ বাবা, ওরা কি এতই মহাপাপী?

শিব। ঘোর পাপিষ্ঠ, ওদের পাপের ইয়ত্তা নাই, শান্তি নাই, প্রায়শ্চিত্ত নাই। মৃত্যুর পর ঐ মহাপাপীদিগের সেই বিক্রীতা কন্যার বিষ্ঠার কীট হ'য়ে কোটী জন্ম পর্য্যন্ত নরকযন্ত্রণা ভোগ কর্‌তে হয়, আর শাস্ত্রেও কথিত আছে,—ঐ সকল শুক্রবিক্রেতাগণ যেস্থানে অর্দ্ধ দণ্ড-কাল অবস্থিতি করে, সেস্থান পর্য্যন্ত এতদূর অপবিত্র হয়ে থাকে যে, ত্রিহস্ত পরিমিত ভূমির মৃত্তিকা খনন-পূর্ব্বক গোময় দ্বারা পূর্ণ না কর্‌লে আর সেস্থান পবিত্র হয় না।

নন্দী। তবেই সর্ব্বনাশ করেছি, আমি যে ঐ পাপিষ্ঠদের নাম নিজ হাতে লিখেছি গো, ওঝা বেটা ষাঁড়ের ওষুধ বলে দিয়ে আমার ঘাড়ে পাপের বোঝা চাপ্‌য়ে দিয়ে গেল। যাক্, আমিও ব্যোম শিব ব'লে গাঁজায় দম্ দিয়ে পাপের বোঝা হাল্কা ক'রে ফেল্‌বে। বাবা! ঐ আপনার চোরা আস্‌ছে।

(মদের বোতল ও গ্ল্যাস হস্তে গান করিতে করিতে অসুরের প্রবেশ)

গীত।

এই ক’র করুণাময়ী,
জীবনান্তকালে শিবে।
যেন তোর কাজে লাগে এ দেহ
পাঁচে পাঁচ যবে মিশিবে॥
এ পাপদেহের যত মাটী,
হয় যেন তায় মদের ভাঁটী,
জলে যেন জন্মে খাঁটি,
স্প্রীটে তেজ মিশিবে॥
এ দেহের আকাশ এসে,
যেন বোতলে প্রবেশে;
বাতাসে বাতাস মিশে,
জ্বাল দিয়ে মাল চোয়াইবে॥
কবে মা তোয় ভরে পেটে,
লিভাব ফেটে রক্ত উঠে,
শুঁড়িখানার ছেঁড়া চটে,
কবে মা মোর মরণ হবে॥

শিব। আর গাইতে হবে না বাবা, এদিকে আয়।

অসুর। রাত দুপুরের সময় ডাকাডাকি কেন বাবা?

শিব। এটা কি রাত রে বেটা।

অসুর। কে জানে বাবা, কোন শালা তা চোখ মিলে দেখেছে, আমি এখনও নয়ন উন্মীলন করিনি। ওটা কে, কার্ত্তিক খুড়ো নাকি? এক পাত্র নেবে বাবা? (মদ ঢালিয়া) বেড়ে মাল, নাও বাবা, গুড্ হেল্‌থ! লজ্জা কি?

শিব। ও সব এখানে কেন বাবা? কি দুর্গন্ধ, নারায়ণ! নারায়ণ!

অসুর। এর কদর কি জান্‌বে বাবা? পাতা-চোতা, গাঁজা-গুঁজি খেয়ে ভুচুং হয়ে বসে থাক্‌বে, আর এমন প্রাণ-তব্ করা মালকে দুর্গন্ধ বল্‌বে? যাও, তোম্ বড়া বদ্‌রসিক হ্যায়, হাম্ তোম্‌হারা বাৎ নেহি শুনেগা।

শিব। না বাবা, কে বলে দুর্গন্ধ! তোর বেশ জিনিষ, এখন একটা কথা বল্‌ছি শুন্‌বে কি?

অসুর। আমি ত কাণে তুলো দিয়ে বসে নাই, তুমি খুসিছে বলে যাও, আমি ঠিক শুনে যাচ্চি, কুস্ পরোয়া নাই, গো-অন্।

শিব। বলি এবার পূজার সময় কোথায় যাবে বল দেখি?

অসুর। যাব,—উচ্ছন্নে, নিপাতে, চুলোয়, গোল্লায়, নিমতলায়, কাশীমিত্রের গাদায়, আমার যাহা খুসি চলে যাব। (মদ ঢালিয়া) মাল ফিনিস। (পান করিয়া) বাস্, গণেশ

ভায়া—একটু নেবে নাকি? মাল ত ফুর্‌য়েছে, পার যদি বোতলে শুঁড় পূরে দিয়ে নাগাড়টুকু টেনে মেরে দাও।

শিব। যাক্ ও-সকল কথা বাদ দাও, এখন মদন ঘোষ যে পূজা এনেছে, সেখানে একজন কেউ যাও না।

অসুর। আমি বাবা মাতাল-ফাঁতাল মানুষ, আমার কি মদ্‌না-ফদ্‌না, টেয়া-ফেয়ার কাছে পোষায়? আমি যাব—কা-গাঁ, ম-গাঁ, কল্‌সী কল্‌সী মদ, গাদা গাদা মাংস—খাব, ছড়াব, প'ড়্‌ব, উঠ্‌ব, বমি কর্‌ব, ফের্ খাব, ফের্ প'ড়্‌ব, দেদার বমি কর্‌ব, ও মদ্‌না ভুঁষড়া শালাকা বাড়ীমে হাম্ নেই যাঙ্গা।

নন্দী। বাবা, কেউত স্বীকার কর্‌ছে না, সিঙ্গীটেকে বল্লাম—সেও বল্লে "আমি মদ্‌নার বাড়ী যাব না, যেখানে বলী-দান আছে, রক্তমাংসের ছড়াছড়ি আছে, সেখানে না গেলে কি আমার পোষায়? আমি মোরা দাদার সঙ্গে যাব।

শিব। তাইত রে নন্দী, সে গুয়োটার বাড়ী যে কেউ যেতে চায় না। বেটার এম্‌নি ভক্তি, এম্‌নি দেবসেবার ব্যবস্থা যে, শিয়াল-কুকুরটা পর্য্যন্ত বেটার বাড়ী যেতে নারাজ। ও নন্দি! সাপটা কি কর্‌ছে, তাকেই নয় ডাক,—

নন্দী। আর ডাকৃতে হবে না বাবা! ঐ তোমার সর্প আস্‌ছেন।

(সর্পের প্রবেশ)

সর্প। বাবা! শুন্‌লাম নাকি মদ্‌না গুয়োটার বাড়ী কেউ যেতে চাচ্ছে না, তা পাঁচ পোয়া চেলের নৈবিদ্য, বৈকালির ব্যবস্থাও পাঁচ পোয়া ময়দা; তার বাড়ী উপস ক'রে মর্‌তে কে যাবে বাবা? তা তুমি ভেব না, আমি খাই না খাই, উপস করেও ছ-মাস থাক্‌তে পারি, এবার নয় আমিই যাই, কটা দিন বাতাস খেয়েই কাটিয়ে আস্‌ব।

শিব। আঃ বাঁচালি বাবা, আশীর্ব্বাদ করি,—দীর্ঘজীবি হও, বংশ বৃদ্ধি হ'ক্; এই গুণেই তোকে মাথায় ক'রে রেখেছি।

সর্প। মাথায় ক'রে ত গঙ্গা-মাকেও রেখেছ।

শিব। তাঁকে কি সাধ ক'রে মাথায় রেখেছি হে বাপু? তৃতীয় পক্ষের পরিবার, মাথায় রেখেও মন পাইনে।

(সর্ব্বাঙ্গে নলজড়িত গঙ্গার প্রবেশ)

গঙ্গা। কিসে আমার মন পেলে না, মাথায় ক'রে রেখেছি রেখেছি ক'রে লোকের কাছে চলিয়ে বেড়াও। এদিকে একবার কথার কথাটীও জিজ্ঞাসা করনা, ভুলেও তত্ত্ব নাও না।

শিব। ও নন্দি! ও কে রে? আমার যে ভয় হচ্চে, ওর গায়ে ও-গুল কি?

নন্দী। উনি-যে মা গঙ্গা এলেন, চিন্‌তে পারেন নাই?

শিব। অ্যাঁ, গঙ্গা! তবে গায়ে ও-সব নল বধান কিসের?

ও গঙ্গে! এ যে যেথান-সেথান দিয়ে নল চালিয়ে তোমার দফা সেরেছে দেখছি, এ সব কিসের নল?

গঙ্গা। এ সব ড্রেণ, কোনটা জলের কল, কোনটা গ্যাসের নল, আমাকে যেন জড়সড় ক'রে ফেলেছে।

শিব। তাইত, বুকে পাঁজরে ও-গুল কি?

গঙ্গা। একটার নাম হুগলি ব্রিজ, বুকে এটা হাবড়ার পুল; আমাতে কি আর আমি আছি।

শিব। এ সব করলে কে?

গঙ্গা। আর করবে কে? যারা কালিঘাটের পথ বন্ধ ক'রে দিয়েছে, তারাই আমার এ লাঞ্ছনা করেছে।

শিব। বটে! ইংরেজে তোমার দুর্গতি করেছে, ভাল আমাকে একটু সারতে দাও, তার পর বুঝ্‌ব।

নন্দী। আর বুঝে কাজ নাই বাবা, ইংরেজের তুমি কি করবে? তাদের ঘুঁসির জোর, যে বন্দুকের গুঁতো; তোমার একে কাহিল শরীর, তাতে বুড়মানুষ, কেন বাবা অপমৃত্যুতে প্রাণ হারাবে? খুন করলে অন্যের ফাঁসী, তাদের বেলায় ফুঁসী, "তুমি মর্‌বে গুঁতোর চোটে, আর ডাক্তারে বলবে লিভার ফেটে" বাস্ আল্‌য়ে দাও।

শিব। তবে এখন দিনকতক থাক্, পরে দেখা যাবে। ও নন্দি! দাঁতগুলো যে খ'সে গেল রে। ও গিন্নি! তবে মদ্‌নার বাড়ী কারও যাওয়া হবে না? ভাল, তোমরা কে কোথায় যাবে, একবার ঠিক্ ক'রে বল দেখি? কে কি বল্লে আমি ভুলে গিয়েছি।

গীত। (সকলে)

দুর্গা। হব একৃজ্যাকৃটলি ইন্‌গেজ টু কলিকাতায়।
কিছু শুন্‌ব না ভুল্‌ব না কারু কথায়॥
বলে মা মা, ডাকৃছে গোকুল দাঁ,
কত প'র্‌ব বিলাতী গয়না গিয়ে তথায়॥
কার্ত্তিক। আই উইল গো সোণাগাছি,
সরস্বতী। আমিও সেথা বাঁধা আছি,
উভয়ে। হব ইন্‌গেজ দুজনে ছোট ডালিম যথায়॥
সরস্বতী। কিন্‌ব আতর পমেটম,
কার্ত্তিক। সেরি সেম্পিন হুইস্কি রম্,
উভয়ে। আমরা নূতন ইংলিশ ক্যাপ্ পর্‌ব মাথায়॥
গণেশ। নাটুদায়ে আমি যাব,
কলা-বৌ। আমিও তোমার সঙ্গে রব,
উভয়ে। তুমি আমার, তোমায় ছেড়ে থাকব কোথায়॥
অসুর। কা গাঁয়ে যাব আমি,
উঠ্‌ব পড়্‌ব কর্‌ব বমি,
ফের খাব মদ, লিভার ফেটে
মরে যাই, বহুত আচ্ছা—
সর্প। আমি বাতাস খেয়ে থাকৃব মদনার সেথায়॥
[নৃত্য করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

মদন বাবুর বাটী।

(মদনবাবু ও দেওয়ানজীর প্রবেশ)

মদনবাবু। দেওয়ানজী! মহাপূজার দ্রব্যাদি কলিকাতা অইতে পর্দ্দমত সব লইযে আসা অইচে ত?

দেওয়ান। আজ্ঞে, যেমন যেমন হুকুম ছিল, সেই ফর্দ্দমতই সমস্ত আনা হয়েছে।

মদনবাবু। কৈ, পর্দ্দটা একবার পাঠ কইরে হুনাও দেহি।

দেওয়ান। (ফর্দ্দ পাঠ) সিদ্ধি এক পয়সা, ধূপধূনাদিগব দেড় পয়সা, [illegible]। তণ্ডুল পনের পোয়া, ময়দা আট সের, ঘৃত—

মদন বাবু। রও রও, ময়দা আষ্ট সের লইলে কিসের লাগিয়ে? গত বৎসরে পনের পোয়া বরাদ্দ আছিল, তাতেই যতেষ্ট অইচে, এবার এত বাড়াইচ কিসেব লাগিয়ে? করচ-পত্তরের দিকে একটু দিষ্ট রাহা বড়ই কর্ত্তব্য, যাক্, কইয়ে যাও।

দেওয়ান। ঘৃত মায় হোমের, দুই সের।

মদন বাবু। আরে, কর্‌চ কি? এ যে বড়ই বেজ্জায় অইচে, তার পব কি কও।

দেওয়ান। আর পূজার বস্ত্রদিগর পাঁচ সিকে, এই গেল পূজার পক্ষে; তার পর খেমটাওয়ালীদের তিন রাত্রের দক্ষিণা—আড়াই শত টাকার মধ্যে বায়না পঞ্চাশ টাকা, উহাদের পুরস্কারের জন্য এক জোড়া শাল খরিদ—পঞ্চাশ টাকা, বন্ধুবান্ধবদের আমোদ-প্রমোদের জন্য—আতর, গোলাপ এবং পানীয় দ্রব্যাদি খরিদ পাঁচ শত টাকা, ঐ সকল বন্ধুবান্ধবগণের জলযোগাদির জন্য ঘৃত, ময়দা, মিষ্টান্নদিগর পাঁচ শত টাকা।

মদন বাবু। গুরুবরণ, পুরোহিতবরণের বস্ত্র লওয়া অইচে কি?

দেওয়ান। আজ্ঞে না, ওটা কিছু অতিরিক্ত হয় বলে হুজুর নিষেধ করেছিলেন, সেইজন্যই আনা হয় নাই।

মদন বাবু। অয়, সে বালুই কর্‌চ, বড়ই বেজায়। ঐ পূজার বস্ত্র অইতে ফের গোর কইরে লওয়া যাইবে। উহাদের জন্য বরুণ বস্ত্র না লইয়ে বালই অইচে, তবে ঐ নর্ত্তকী-দের জন্য দুইডা বাণারসী সাড়ী লওয়া বড়ই উচিত ছিল।

দেওয়ান। আপনার যেমন বরাত; সেই টাকার মধ্যে ত কুলান কর্‌া চাই।

মদন বাবু। আরে ঐ পূজার পর্দ্দর মধ্যে দুই একটা বাদ দিইয়ে এদিকে বাড়াইয়া লইলেই ত অইতে পারিত। ঐ পূজার বৈকালী আষ্ট সের ময়দা, বড়ই বেজায় অইচে।

(পুরোহিত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রবেশ)

তর্কালঙ্কার। * * পাপহারী পুনাতুমাম। পাপাপহারী, দুরিতারি, তরঙ্গধারী, দূরপ্রচারি, গিরিরাজগুহা বিদারি। ঝঙ্কারকারী, হরিপদরজ বিহারী—তবে বাবা ভাল আছ? এই স্নান করেই অম্‌নি তাড়াতাড়ি আস্‌ছি।

মদন বাবু। অয় বালই আচি, আসেন, আসেন, প্রণাম লয়েন। (প্রণাম)

তর্কালঙ্কার। এস বাবা, দীর্ঘায়ুরস্তু। ওঁ বরমিহ গঙ্গাতীরে শরটঃ করটঃ কুর্ণঃ শুনীতনয়ঃ

মদন বাবু। লয়েন লয়েন, স্তব-পাটি কইরে লয়েন, এত দেরী অইল কিসের লাগিয়ে। বোদন কার্য্য ত অদ্যই অইবে।

তর্কালঙ্কার। হাঁ বাবা এবার বোধন সম্বন্ধে একটু মতামতি ছিল বলেই তার মীমাংসার জন্য এত বিলম্ব।

মদন বাবু। অয়, গোলযোগের কতাই ত শুন্‌চি। চিরিদাম নবদ্বীপের মতে ৮ই আশ্বিন বোদন, আর বট্টপল্লীর মতে ৭ই আশ্বিন বোদন অইবার কতা, তার মীমাংসা কি অইল?

তর্কালঙ্কার। মীমাংসা ঐ ৮ই তারিখেই। কারণ "সন্ধ্যা মুহূর্ত্তামাখ্যাতা হ্রাসে বৃদ্ধৌ সমাশ্রিতাঃ।" এই বচনানু-

সারে ৮ই তারিখেই বোধন স্থির। ইতি বাল্মীকিনা বিরচিতং গঙ্গাষ্টকং স্তোত্রং সমাপ্তম্ ওঁ তৎ সৎ—

(উড়ে মালি ভগবানের প্রবেশ)

ভগবান। কড়্‌তা বাবু অবধড়, এ কেড়েঙ্কার মশা অবধড়।

মদন বাবু। কিরে বগা কিসের লাগিয়ে আস্‌চিস্ ?

ভগবান। এ বাবু জড়াই ফব্‌সা থড়ে গুরু পুত্তড় গোঁসাইমশা আউচি।

বাবু। জনাই-বাকসা অইতে গুরুপুত্র ঠাকুর আস্‌চেন। লোকে কয় যে, বাগাড়ে মন্তর পড়্‌লে হুকুনীর মাতায় টনক নড়ে। এডা টিক্ কতা, যাও, লইয়ে যাইয়ে টাকুরবাটীর মদ্ধে বাসা দাওগে।

দেওয়ান। আজ্ঞে, ঠাকুর-বাটীতে স্থান অতি সঙ্কীর্ণ, অপরিষ্কার; তাতে সেঁতা, সেখানে প্রভুর কষ্ট হবে, তার চেয়ে হুজুরের তোষাখানার পার্শ্বের ঘর ত পরিষ্কার আছে, সেইখানেই কেন প্রভুর স্থান দেওয়া হ'ক না।

মদন বাবু। আরে না, তা অইতেই পাবে না, কও কি ? কলিকাতা অইতে নর্ত্তকীরা আসতেছেন, সেকানে তানাগর স্থান দেওয়ার লাগ্‌বে। যেহানে কই, সেহানে লইয়ে যাও।

দেওয়ান। (স্বগতঃ) দূর্ বেটা, পাষণ্ড, নরপিশাচ ! (প্রকাশ্যে) যে আজ্ঞে।

[দেওয়ানজীর প্রস্থান

মদন বাবু। তবে তর্কালঙ্কার মশায়! বোদনের ত সময় অইয়ে আস্‌চে, এহন একটু মায়ের আরাদনা কইরে লইয়ে সঙ্কল্প আরম্ভ কর্‌লে হয় না? (ভগবানের প্রতি) বগা! দরোয়ানের কাচ অইতে দুইটা ব্রাণ্ডি লয়ে আয়, কুব চুপে।

ভগবান। বেড়াণ্ডি কোঁড় সড়াপ? যাউচি।

[প্রস্থান।

তর্কালঙ্কার। এখন স্বস্তিবাচন ক'রে বোধন আরম্ভ কর্‌তে হচ্চে, এ সময় ওটা—তা বাবা, যেন পরিমাণটা বেশী না হয়।

মদন বাবু। বেশী অইবে কিসের লাগিয়ে? অল্প মাত্রায় লইলেই যতেষ্ট অইবে, কার্য্যও বাল অইবে।

(মদের বোতল লইয়া ব্যস্তভাবে ভগবানের প্রবেশ)

ভগবান। এ কড়্‌তা, বাবু! সড়বনাশ হউচে। খোঁকা বাবু এক উঁজড় সড়াপ চাইলা, দ্বরয়াড় কইল দিবড়ঁ, যেই দিবড়ঁা কৌচি, খোঁকা বাবু আঁখি রঙ্গা করিকিড়ি নেউটি যাইকিড়ি এমতি মারিলা, দ্বরয়াড় মরব, বাঁচব নেই, ইয়ে খোঁকা বাবু আউচি—মাড়ব সব মাড়ব, পড়া—পড়া। (বোতল রাখিয়া পলায়ন)

(মাতালভাবে খোকা বাবুর প্রবেশ)

খোকা বাবু। আপনি নাকি দরোয়ানকে বারণ ক'রে দিয়েছেন কোন জিনিস নেবার আমার এক্‌তার নাই?

আমারও পাঁচ জন বন্ধুবান্ধব আছে জানেন, আমি এখন এক ডজন হুইস্কি নিলাম, দরকার হয় আরও নেব; কোন কথা বল্লে ভাল হবে না।

মদন বাবু। মর্‌চে, ছাওয়ালটাও ত্যাশা কাইচে।

তর্কালঙ্কার। তাইত বাবা, হ'লো কি! এ সব বালক, এরা পর্য্যন্ত এমন হয়ে উঠ্‌ল, হিন্দুযানী আর থাকে না।

মদন বাবু। এ সব কালসাহাত্ম্য বৈ আর কি কইব, তবে আমরা যে ত্যাশা কাইয়ে থাকি, তার অন্য কারণ আচে, এতে দোষ অইতে পারে না।

তর্কালঙ্কার। না বাবা, এতে কিছুমাত্র দোষ হতে পারে না, শাস্ত্রেই বলেছে,—প্রাণান্তে পাতক নাস্তি।

মদন বাবু। অয়, ঠিক্ কইচেন, একন লয়েন, অগ্রে ব্রাহ্মণে দদ্যাৎ। (তর্কালঙ্কারকে সুরা পাত্র প্রদান)

তর্কালঙ্কার। না বাবা, তা কি হয়, আগে তোমার হ'ক্।

মদন বাবু। আরে না, তা অইতেই পারে না, লয়েন।

তর্কালঙ্কার। (মদ্যপান করিয়া) আঃ গলা পুড়ে গেল বাবা!

মদন। কিঞ্চিৎ বিলাতী জল মিশায়ে লয়েন, সুমিষ্ট হৈবে।

তর্কালঙ্কার। না বাবা, যবনের জলটা খাইয়ে আর পরকাল নষ্ট করিস্‌নে, কিছু শুদ্ধি আনিয়ে দাও, তবে ভ্রষ্ট দ্রব্যটা না হয়, কারণ এখনই বোধনে বস্‌তে হবে; এ সময় ভ্রষ্ট দ্রব্যটা বিধি নয়।

মদন। তবে দুইডা অংস-ডিম্ব সিদ্ধ কইরে লয়েন, ওডা ভ্রষ্ট দ্রব্য নয়, নিরামিষও বটে, উহাতে দোষ হৈতে পারে না।

তর্কালঙ্কার। দোষ কিছুই নয়, "প্রবৃত্তিরেষাং ভূতানাং" আর একটু ঢাল বাবা।

(স্ত্রীপুত্রসহ গান করিতে করিতে একজন হিন্দুস্থানী বেদিয়া ভিক্ষুকের প্রবেশ)।

গীত।

কাদেল মান্ হ্যায় কৈ লালা,
আগব্ মাটিছে মিল জানা।
আগ্ জ্বলে যো লক্ড়ি জ্বলে,
জঙ্গল কি জ্বলে যমদাস।
শুনা আউঁড়কে কিড়া জ্বলে ত
শুকুনী আওয়ে পাস॥
সোনা পেরো চাঁদী পেরো,
পেরো পিত্তল কি তাসা।
রূপেয়া সের কি বেশম্ পেরো,
নেই জীবন কি আশা॥
ছ্যায় আগব মাথেজী পেরো,
এসা পরা ফু কার।
দশ দরজা বঁদ্ করত,
লেকাল যাএগা আশোয়ার।
কোন্ মিলেগা মোল্তা মুটী,
কোন্ মিলেগা দর্দী।

ভিতর চুলা টুট যাগাত,
কোন্ গিলেগা দরজী।
মাটীকা অঙ্গ্ মাটী হো যাগা,
ঘরপর পায়েগা শোক।
গাছকা বেড়া উপর ঢাকেগা,
উপর চলেগা লোগ॥
কায়া ছোড়ে গা, মায়া ছোড়,
ছোড় জীবন কি আশা।
লাখ্ টাকাকি জান যাগা,
জঙ্গল হোগা বাসা*॥

মদন। (তর্কালঙ্কারের প্রতি) আবে ছাহেন ছাহেন, ইয়াগোর গান ত বড়ই মিষ্ট। উহার মদ্দি আবার মাইয়ে মানুষও ছাহা যায় (উঠিয়া ব্যগ্রভাবে) আইস, আইস। বালুই গাইচ, বালুই গাইচ, (মদের গ্লাস লইয়া) লও, মাইয়ে মানুষ একটু লও, বড় বালো জিনিস।

ভিক্ষুক। নেই বাবু। হাম লোক দারু নেই পেতা।

মদন। আরে লইবে বৈকি, মিষ্ট জিনিস, লও দুইজনেই,—

* এই গীতটী হিন্দুস্থানী ভিক্ষুকদের নিকট হইতে গৃহীত, সুতরাং সম্পূর্ণ অর্থবোধ না হওয়াতে যথাশ্রুত অপরিবর্ত্তিত অবস্থাতেই রহিল।

বেদেনী। বিলাতী দারু বড়া কড়া হ্যায়। থোড়া পানি মিলায়কে দেও বাবু।

মদন। পানি, বিলাতী পানি দেতা হ্যায়, (বেদেনীর হস্তে গ্লাস দিয়া) লও। তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্ট! (বেদেনীর মদ্যপান)।

মদন। দেন, কিঞ্চিৎ প্রসাদ আমারে দেন। (প্রসাদ গ্রহণ)

তর্কালঙ্কার। বাবা! আমাকেও কিঞ্চিৎ প্রসাদ! কণিকা-মাত্র (গ্লাসের গাত্র লেহন করিতে করিতে) আঃ, কৃতার্থোঽহং।

দেওয়ান। হুজুর! খেম্‌টাওয়ালীরা এসে পৌঁছেচে।

মদন। আস্‌ছেন, বালুই কৈচে ; লইয়ে আইস। আসর কৈর‍্যা দাও, এখনি নিত্যগীত আরম্ভ হইবার লাগে।

দেওয়ান। আজ্ঞে, এখন বোধন আরম্ভের সময় ; এখন কি ও সব ভাল দেখায় ?

মদন। বাড়্যা দেহাইরে, বালুই দেহাইবে। এই আমার বোধন, তুমি কিঞ্চিৎ লবে দেওয়ানজী ?

দেওয়ান। আজ্ঞে না, আমি কখনই ওতে নাই, তাত আপনি জানেন। আপনাদের হ'ক্, আমি বরং আসর করে নাচ্ আরম্ভ করার উৎযোগ করে দেই গে।

মদন। সে বালই কৈচ, যাও, আসর করে দিবার কও—

তর্কালঙ্কার। বাবা! তোমার ত কল্‌কাতা হতে রাজভোগ এসেছে ; দেদার ভোগ সর্‌বে এখন। কিন্তু দেখ বাবা, যেন এ গরীব ব্রাহ্মণের হবিষ্যান্নে হাত দিও না।

(বেদেনীকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক) বেদেনী তুমি আমার হবিষ্যান্ন।

মদন। হয়, হবিষ্যান্ন সেবন করেন, কিন্তু প্রসাদ দেওয়া লাগ্‌বে।

তর্কালঙ্কার। না বাবা, ব্রহ্মস্ব হরণ করোনা। (বেদেনীর কণ্ঠ ধারণপূর্ব্বক সুর করিয়া গীত) বেদিনী আমার প্রাণ, আমার সঙ্গে চল।

মদন। চলেম, লয়ে চলেন, তোষাখানায় লয়ে চলেন। দেওয়ানজী! নর্ত্তকীদের লয়ে আইস।

[বেদেনীকে লইয়া উভয়ের প্রস্থান।

ভিক্ষুক। ক্যা ঝক্‌মারি, শালা মেরা জঙ্গলে যাতা কাহে? দেখে শালা লোগ আওর ক্যা করেঁ।

[পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।

দেওয়ান। (স্বগত) তাইত এ হলো কি? ব্যাটা বুড় বামুনের কাণ্ডগুলো দেখে যে অবাক্ হলেম। নারায়ণ!

(আম্রশাখী, ডাব এবং ঘটসহ ভগবান মালীর প্রবেশ ও যথাস্থানে ঘটস্থাপন)

দেওয়ান। (স্বগত) বোধনের ঘটস্থাপন হচ্চে। আহা, বেটার যে সাত্ত্বিক পূজা, যে অচলা ভক্তি! মা ত এখনি আহ্বানমন্ত্র পাঠের আগেই এসে ঘটে অধিষ্ঠান হবেন।

(উন্মত্তভাবে খোকা বাবুর প্রবেশ)

খোকা বাবু। (বিকৃতস্বরে) দেওয়ানজী! এইও ড্যাম্—

দেওয়ান। (স্বগত) এই রে, এ শালার বেটাও যে ঘোর

মাতাল হয়েছে দেখছি! (প্রকাশ্যে) কি হুকুম খোকা বাবু?

খোকা বাবু। হুকুম! এখন নাচ হবে না! খেম্‌টাওয়ালী-দের আমার তোষাখানায় পাঠিয়ে দাও জল্‌দী।

দেওয়ান। কি কর্ব্ব খোকা বাবু! কর্ত্তার হুকুম যে, এখনি-নাচ আরম্ভ হবে।

খোকা বাবু। নেক্কার! এখনি পাঠিয়ে দাও, আর যেন ডাক্‌তে না হয়।

[টলিতে টলিতে প্রস্থান।

দেওয়ান। আজ যে রকম আয়োজন, তাতে বোধ হচ্চে,—বোধনেই বিসর্জ্জন হবে। ঐত খেম্‌টাওয়ালীরাও সেজে-গুজে আস্‌ছে।

(অগ্রে খেম্‌টাওয়ালীদ্বয় ও পশ্চাৎ বেদেনীর গলা ধরিয়া মাতাল অবস্থায় তর্কালঙ্কার ও মদন বাবুর প্রবেশ)

মদন। (বিকৃত স্বরে) এই যে চাঁদের আট ল্লাগ্‌ছে। হক্ হক্, নৃত্য কর, গান লও।

খেম্‌টাওয়ালী। আজ্ঞে, পথশ্রান্ত হয়ে এসেছি। এখন—

মদন। চেরান্তি দূর অইবে এহন! (মদের বোতল দেখাইয়া) এই যে চেরান্তিহারিণী, বেরান্তিহারিণী, ক্লান্তিহারিণী সঙ্গেই আছেন।

দেওয়ান। (স্বগত) তোমার সর্ব্বনাশকারিনী, উচ্ছিন্ন-দায়িনী! পাজী বেটা সর্ব্বনাশ কল্লে বুড়ো বয়সে। (প্রকাশ্যে) কর্ত্তা খোকা বাবু ওদের ডেকে পাঠিয়েছেন।

মদন। কোঁকা বাবু ডাক্‌ছে ক্যান? লয়ে আস্‌ছি আমি, টাহা দিব আমি, কোঁকা বাবু লইবার চায় কিসের লাগিয়ে? তা হৈতে পারে না, এহনি নৃত্য আরম্ভ অইবে। লও, একটী বাল গান লও, আগমনীর টপ্পা লও।

খেম্‌টাওয়ালী। (অন্যের প্রতি) নে লো! যেখানে যেমন সেখানে তেমন।

মদন। হয়, যেহানে যেমন, সেহানে তেমনই ত হওয়া চাই। বোধনের পূর্ব্বে নৃত্যগীত হওয়াই লাগে, ইডা আমার কুলাচারের মধ্যি। লও—গান লও, একটু একটু মাল টানে লইয়ে গান লও। (মদ্যদান ও খেম্‌টাওয়ালীদের মদ্যপান)

মদন। এইবার আমরা মহাপ্রসাদ লই। (উভয়ের মদ্যপান) তোমরা গান লও।

তর্কালঙ্কার। কৈ বাবা! কিছু শুদ্ধি কি আর এলো না।

মদন বাবু। তা'ত অগ্রেই কৈলাম,—হুইডা অংস-ডিম্ব সিদ্ধ করিয়া লয়েন। অংস ব্রহ্মার বাহন, তার ডিম্ব বক্ষনে দোষ হৈতে পারে না।

তর্কালঙ্কার। কিছু দোষ নেই বাবা! ব্রহ্মার বাহনের ডিম্ব, শিবের বাহনের পুত্র, কার্ত্তিকের বাহনের মিত্র অর্থাৎ মোরগ; ওটাতেও দোষ হ'তে পারে না, কারণ "ভক্ষয়েৎ তাম্রচূড়কং, তাম্রবর্ণ চূড়া ইতি বিদ্যতে যৎ" এ ত শাস্ত্রেরই কথা বাবা! তারপর গঙ্গার কচ্ছপ, সমুদ্রের কাঁকড়া, ঠাকুরঘরের টিক্‌টিকি, সবই শুদ্ধ; যা হয় একটা নে এস।